পারিবারিক সহিংসতা বা নিগ্রহের নীতি

সারসংক্ষেপ:

যদি আপনি গৃহ নির্যাতনের সম্মুখীন হন বা আপনার পরিচিত কেউ অনুরূপ নির্যাতনের শিকার হন তবে আপনাকে সহযোগীতা করার জন্য যা যা করা দরকার আমরা তাই করবো। আমরা বিশ্বাস করি প্রতিটি ব্যক্তি যে কোন ধরনের নির্যাতন থেকে মুক্ত থাকার অধিকার রাখে। যদি আপনি নির্যাতিত হয়ে থাকেন এবং আমাদের এই লেখা পড়ে থাকেন তবে জেনে রাখুন আপনার কথা শোনার জন্য আমরা আপনার পাশে আছি এবং আপনি যদি প্রতিবাদ করতে চান তবে আপনার নিরাপত্তা দেয়ার জন্য আমরা কাজ করবো।

পারিবারিক সহিংসতা কী?

পারিবারিক সহিংসতা বলতে একসাথে বসবাসের মত সম্পর্কযুক্ত ১৬ বছরের উর্ধ্বে দুজনের ভিতর পারিবারিক পরিবেশে সংঘটিত সহিংসতা বা অন্যান্য নির্যতনকে বোঝানো হয়। পারিবারিক নির্যাতন যা এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি করে থাকে এবং বিপরীত লিঙ্গের সম্পর্কগুলোতে বা একই লিঙ্গ ভিত্তিক সম্পর্ক কিংবা প্রাক্তন স্বামী-স্ত্রী বা বিপরীত লিঙ্গের দুই সঙ্গীদের ভিতর হতে পারে। বিস্তৃত অর্থে শিশু, কিশোর, বাবা-মা বা বয়োজ্যেষ্ঠদেও প্রতি সহিংসতাও পারিবারিক সংহিসতা হিসাবে বিবেচিত। এটা যে কারো প্রতি হতে পারে এমন নয় যে লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ বা যৌন হয়রানি মূলক হতে হবে। এটা একটি ফৌজদারী অপরাধ যা ফৌজদারী দোষী হিসাবে গন্য।

কাউকে বলতে হবে

এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, কেউ যদি মনে করে পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হন তবে তাকে অনতিবিলম্বে তার রিপোর্টিং বস বা কেউ একজনকে বলতে হবে যাতে আমরা বিষয়টা জানতে পারি এবং আপনাকে সাহায্য করতে পারি। আমাদেরকে জানালে আমরা আপনার নিরপত্তা, আপনার বেতন নিশ্চিত করাসহ আপনি যাতে কর্মক্ষেত্রে সাচ্ছন্দ বোধ করেন এবং প্রয়োজনের সময় ছুটি নিতে পারেন তা নিশ্চিত করতে পারি।

আপনার রিপোর্টিং বস আপনাকে প্রাথমিক সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিবে এবং সহকর্মীদের সাথে বিষয়টা প্রকাশ করতে সহায়তা করবে। আপনি বিষয়টা নিয়ে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন তবে আপনার বস বিষয়টা আপনার অনুমতি ছাড়া কারো কাছে প্রকাশ করবে না। আপনি যদি আপনার ব্যবস্থাপকের সাথে বিষয়টা প্রকাশ করতে বিব্রত বোধ করেন তবে আমাদের যে কর্মী সহায়তা (ইএপি) প্রগ্রাম আছে যে আপনাকে সাহায্য করবে। আপকি ইএপিকে যোগাযোগ করতে পারবেন এই নাম্বারে- ০৮০০০৬৯৮৮৫৪।

সাহায্য প্রাপ্তি

আপনি যদি না জানেন যে আপনাকে কোথায় অভিযোগ করতে হবে তবে স্থানীয়ভাবে সহায়তা প্রাপ্তির জন্য আপনি প্রাথমিক ভাবে ব্রাইট স্কাই এপ ডাউনলোড করতে পারেন। আপনি যদি তাৎক্ষণীক সহায়তা চান তবে অংশগ্রহনমূলক ঔষধালয়ে এআনআই চাইতে পারেন। এএনআই বলতে বুঝায় "একশন নিডেড ইমেডিয়েটলি" অর্থাৎ "তাৎক্ষণীক সহায়তা প্রয়োজন"। তবে উচ্চারনটা অনেকটা এ্যনি'র মত। যদি কোন ফার্মেসীতে " আস্ক ফর এএনআই" অর্থাৎ "এএনআই সেবা" এই লোগোটা থাকে তবে বুঝতে হবে তারা সহায়তা করার জন্য প্রস্তুত। তারা আপনাকে আশ্রয় দিবে, ফোন কল করার সুযোগ দিবে এমনকি পুলিশ বা গৃহ নির্যাতন সহায়তা সেবা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগীতা করবে।

অপরাধী

কো-অপ যেকোন প্রকার গৃহ নির্যাতন মেনে তো নেয়ই না এড়িয়েও যায় না। আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের মূল কাজ হচ্ছে এ ধরনের গৃহ নির্যাতনের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে। তদুপরি কোন সহকর্মী যদি তার নিপীড়ন মূলক আচারণ আসলেই পরিবর্তন করতে চায় তবে আমরা তাদেরকে যথাযথ সমাধান বের করবো। এটা পরিষ্কার যে, মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ বা অন্য বহনযোগ্য কো-অপ-এর কোন বহনযোগ্য সরঞ্জাম ব্যবহার করে যদি কোন ধরনের নিপীড়নের কাজে ব্যবহৃত হয় তাবে তা মারাত্মক অসাদাচরণ হিসাবে গণ্য। এর ফলাফলা চাকুরীচ্যুতি থেকে শুরু করে যেকোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হতে পারে।

যদি আপনার আরো সাহায্য দরকার হয়

মনে রাখবেন আমাদের একটি কর্মী সহায়তা কার্যক্রম (ইএপি) রয়েছে যা সহকর্মীদেরকে সহায়তা দান করে থাকে। আপকি ইএপি-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন এই নাম্বারে- ০৮০০০৬৯৮৮৫৪। এটা স্বাধীন এবং সম্পূর্ণরূপে গোপনীয় এবং কো-অপ কর্মীদের জন্য বিনামূল্যে প্রদেয়। যদি ব্যবস্থাপকদের কোন পরামর্শ দরকার হয় তবে তারা ইআর সার্ভিসে যোগাযোগ করতে পারে।

এছাড়াও প্রচুর স্বেচ্ছাসেবক দল ও বিশেষজ্ঞ সাহায়তা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা গৃহ-নিপীড়ন বিষয়ে তথ্য ও সহায়তা প্রদান করে থাকে। এরকম কয়েকটি নীচে দেয়া হল-

১) রিফিউজি কর্তৃক পরিচালিত ২৪ ঘন্টা জাতীয় গৃহ-নিপীড়ন হেল্পলাইন- ০৮০৮ ২০০০ ২৪৭

২) উওমেনস এইড- ০১১৭ ৯৪৪ ৪৪ ১১